2nd Semester (Honours)

Paper – CC3 (ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা)

Structure – বহুপুরুষবাদ, অভিব্যক্তিবাদ (সাংখ্য দর্শন)

Subject – দর্শন

Teacher name – পল্লবী মিশ্র

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

বহুপুরুষবাদ (সাংখ্যদর্শনসম্মত)

সাংখ্য দর্শনে বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হয়েছে, আত্মা বা পুরুষ এক নয় বহু। ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বা পুরুষ এক নয় বহু। ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন আত্মা বর্তমান। শরীর ভেদে আত্মাও ভিন্ন ও অনেক। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বহুপুরুষবাদ প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব ॥

জননমরণকরণানাং :–

জন্ম, মরণ ও করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিনিয়ম ব্যবস্থাবশত: পুরুষ বহু। প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়াদি পৃথক পৃথক হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য। পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হতো তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জন্ম বা মৃত্যু হতো। একজনের ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিলে অন্যের ও ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে অর্থাৎ একটি পুরুষ সকল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত স্বীকার করলে অব্যবস্থা হবে। সুতরাং এক নয় বহু।

অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ :—

সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি যুগপৎ (একসাথে) হয় না। প্রতিদেহে এক পুরুষ হলে একজনের কর্মপ্রবৃত্তি হলেই অন্য সকলের কর্মপ্রবৃত্তি হবে, কোনো একজন অক্রিয় হলেই অন্য সবাই অক্রিয় হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একজন যখন কর্মব্যস্ত তখন আরেকজন নিদ্রা মগ্ন এইরূপ দেখা যায় সুতরাং পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য।

ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব :—

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের তারতম্য থেকে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। কারো মধ্যে সত্ত্ব প্রবল, কারো মধ্যে রজঃ প্রবল আবার কারো মধ্যে তমঃ প্রবল। দেবতা, মুনি, ঋষিদের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রবল, সাধারণ মানুষের মধ্যে রজঃ গুণ প্রবল, পশু পাখির মধ্যে তমঃ গুণ প্রবল। দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি — এদের সকলের আত্মা যদি এক হতো তাহলে এইপ্রকার ত্রিগুণ বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা অসম্ভব হতোনা। সুতরাং পুরুষ এক নয় বহু।

সমালোচনা :—

সাংখ্য বহুপুরুষবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার কোনো ধর্ম নয়, তা দেহেরই ধর্ম। আত্মা নিত্য ও অবিকারী। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই এবং ইন্দ্রিয় নেই।

সুতরাং জীবের জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয় প্রকৃতির পার্থক্য থেকে আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না। এর থেকে জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি আরো বলেন প্রত্যেক পুরুষই যদি চৈতন্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী হয়। এক পুরুষ থেকে অপর পুরুষের যদি সমানাত্মা পার্থক্য না থাকে, যেহেতু তারা ত্রৈগুণ্যমুক্ত তাহলে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং সাংখ্য দর্শনের বহু পুরুষবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

—…—

সাংখ্যদর্শনসম্মত অভিব্যক্তিবাদ

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জগতের কারণ। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্তভাবে থাকে। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগবশত: জগতের সৃষ্টি অর্থাৎ অভিব্যক্তি ঘটে। কেবল প্রকৃতি জগতের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে না। কারণ প্রকৃতি অচেতন। আবার কেবল পুরুষ জগতের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারেনা। কারণ প্রকৃতি অচেতন। কিন্তু সক্রিয় প্রকৃতি এবং নিষ্ক্রিয় কিন্তু সচেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশত: সংযোগ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়।

এখানে প্রশ্ন হলো বিরুদ্ধস্বভাব পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এর উত্তরে সাংখ্যকারগণ অন্ধ ও পঙ্গু ব্যক্তির মিলনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কিন্তু চলনশক্তিহীন পঙ্গুব্যক্তি এবং দৃষ্টিশক্তিহীন কিন্তু চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধব্যক্তি কোনো অরণ্য অতিক্রম করার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধব্যক্তির স্কন্ধে আরোহন করে এবং পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় অরণ্য অতিক্রম করে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। ঠিক এইরকমভাবেই নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষ ও অচেতন সক্রিয় প্রকৃতি মিলিত হয় তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তারা সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে। এইপ্রকার মিলনের ফলে প্রকৃতি জগতরূপে অভিব্যক্ত হয়

পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে গুনত্রয়ের বিক্ষোভ ঘটে এবং তাদের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। এই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুনত্রয় পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। প্রথমে রজঃ গুনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তারপর অপর দুই গুনের মধ্যেও বিক্ষোভ ঘটে। এরপর ক্রমানুসারে জাগতিক বস্তুগুলি উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অনুসরণ করে জগতের ক্রমিক অভিব্যক্তি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে —

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি, প্রকৃতির পরিণাম মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি, বুদ্ধির পরিণাম অহংকার, অহংকারের পরিণাম মন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্রের পরিণাম পঞ্চমহাভূত আবির্ভূত হয়।

পুরুষ + প্রকৃতি

↓

মহৎ বা বুদ্ধি

↓

অহংকার

- মন
- দশ জ্ঞানেন্দ্রিয়
  (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় — বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।
  পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক)
- পঞ্চ তন্মাত্র
  (রূপতন্মাত্র
  রসতন্মাত্র
  গন্ধতন্মাত্র
  শব্দতন্মাত্র
  স্পর্শতন্মাত্র)
  ↓
  পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল মহৎ বা বুদ্ধি। জাগতিক সকল বস্তুর উৎস বলে একে মহৎ বলা হয়, ব্যক্তির মধ্যে যে মহৎ-এর অবস্থা থাকে তাকে বলা হয় বুদ্ধি। সত্ত্বগুণের আধিক্য থেকেই মহৎ বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।

বুদ্ধি নিজেকে প্রকাশ করে এবং অপর বস্তুকেও প্রকাশিত করে। বুদ্ধির লক্ষণ হলো 'অধ্যবসায়' অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বুদ্ধির দুটি দিক হলো সাত্ত্বিক বুদ্ধি এবং তামসিক বুদ্ধি। সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ হলো ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য। তামসিক বুদ্ধির লক্ষণ হলো অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য। মহৎ বা বুদ্ধির বিকার অর্থাৎ পরিণাম হলো অহংকার। বুদ্ধির সঙ্গে অহংবোধের যোগই হলো অহংকার। এই অহংকারের অহং বা আমি হলো জীবাত্মা। আমিত্ববোধ হলো অহংকারের বৈশিষ্ট্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের তারতম্য অনুসারে অহংকার তিনপ্রকার হতে পারে। সত্ত্ব গুণের আধিক্য হলে সাত্ত্বিক অহংকার, রজঃ গুণের আধিক্য হলে রাজস অহংকার, তমঃ গুণের আধিক্য হলে তামস অহংকার উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)। তামস অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) যা পঞ্চমহাভূতের অতিসূক্ষ্ম উপাদান। রাজস অহংকার থেকে কোনোকিছু উৎপন্ন হয়না, এটি সাত্ত্বিক ও তামসিক অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে। অবশেষে পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)।

জগতের অভিব্যক্তিপ্রক্রিয়া যান্ত্রিক নয়, তা উদ্দেশ্যমূলক। পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যের জন্যই প্রকৃতি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়, অচেতন প্রকৃতি ভোগ্য হওয়ায় নিজে ভোগ করতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে ভোগ করার জন্যই সচেতন পুরুষের প্রয়োজন। প্রকৃতিকে ভোগ করে বলেই পুরুষের বন্ধন এবং বন্ধনজনিত দুঃখভোগ হয়। বন্ধন হয় বলে তার কৈবল্যপ্রাপ্তির ইচ্ছা জাগে। প্রকৃতি থেকে ভিন্ন হিসাবে পুরুষ যখন নিজের স্বরূপ জানতে পারে তখনই সে মুক্তি লাভ করে। কাজেই প্রকৃতির অভিব্যক্তির ফলে পুরুষের বন্ধন ও মুক্তি হয়।